কালের কণ্ঠ, নভেম্বর ২৭, ২০১২,
পৃষ্ঠা-০৩, শ্রেণীসংখ্যা- ৩৭৮.৫৪৯২২A

ছবি : কালের কণ্ঠ

আফতাবনগরে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির নির্মাণাধীন স্থায়ী ভবন।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

শিক্ষার সঙ্গে কর্মজীবনের যোগসূত্র তৈরিতে কাজ করছে

মাহমুদুল হাসান

গেট দিয়ে ঢুকতেই লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন। পাশের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন একজন। ছিপছিপে গড়ন, চোখে কালো পুরু ফ্রেমের চশমা। জিন্সের প্যান্ট, টি-শার্ট আর কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো অবস্থায় বেশ ভালোই লাগছে তাঁকে। সব মিলিয়ে বেশ একটা ক্যাজুয়াল ভাব। কথা হয় তাঁর সঙ্গে। নাম মেহেদী মুর্তজা। জানালেন নিজ অভিব্যক্তির কথা, 'ফার্মেসিতে পড়ছি। সময় নষ্ট করার মতো কোনো সুযোগ নেই। শেষ সেমিস্টার চলছে। ক্লাস, পড়াশোনা, পরীক্ষা—এর বাইরে আমাদের খুব একটা সময় থাকে না। তার পরও আমরা ভার্সিটির ক্লাব কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছি নিয়মিতই।' কথাবার্তায়ও এখনই পেশাদারিত্ব চলে এসেছে মেহেদীর। হবেনই তো। কারণ, কিছুদিন পরই তো চাকরিজীবন শুরু হবে। যেন তারই প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। তাঁর মতে, 'বাংলাদেশের প্রথাগত শিক্ষা বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কর্মমুখী শিক্ষায় বাস্তব জীবনের যে হাতছানি আছে, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা সেই শিক্ষাই পাচ্ছি। আর আত্মবিশ্বাসের জায়গাটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে এখান থেকেই।'

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির (ইডাব্লিউইউ) ভিসি অধ্যাপক আহমদ শফি বলেন, 'আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এ বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের বাইরে আলাদা একটি ইউনিট। দুজন শিক্ষক এই বিভাগটি পরিচালনা করছেন। শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার সম্পর্কে এখান থেকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। বাংলাদেশের চাকরিদাতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, ইউনিলিভার, রবিসহ বিভিন্ন করপোরেট সংস্থার কর্মকর্তারা নিজেদের জনবল নিয়োগ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের তথ্য দিয়ে থাকেন। শিক্ষার্থীরা যেন ছাত্রজীবন থেকেই শিক্ষাভিত্তিক কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হতে পারে, সেটাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করা হয়।' পাশাপাশি ক্লাব কার্যক্রম তো আছেই, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। প্রতিটি ক্লাবই আলাদা শিক্ষক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষার্থীরা বাস্তবতার সম্মুখীন হচ্ছে প্রতিনিয়তই। বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে জীবনমুখী শিক্ষা পাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে সাত হাজার শিক্ষার্থী আছে প্রতিষ্ঠানটিতে। মহাখালীর পাঁচটি বহুতল ভবনের অস্থায়ী ক্যাম্পাসে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্যক্রম। তবে আগামী জানুয়ারিতেই আফতাবনগরের স্থায়ী ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়টির সব কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা আছে। এমনটাই প্রত্যাশা করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ইডাব্লিউইউর জনসংযোগ কর্মকর্তা হাবীব মোহাম্মদ আলী জানান, ১৭টি ক্লাব রয়েছে। এগুলো হচ্ছে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ক্লাব, বিজনেস ক্লাব, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ক্লাব, ক্রিয়েটিভ মার্কেটিং ক্লাব, কালচারাল অ্যান্ড পারফর্মিং আর্টস ক্লাব, ডিবেটিং ক্লাব, ইলেকট্রনিকস ক্লাব, ইংলিশ কনভারসেশন ক্লাব, এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল ক্লাব, আইইইই স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ এমবিএ ক্লাব, ফার্মেসি ক্লাব, ফটোগ্রাফি ক্লাব, রোটারিক ক্লাব, সায়েন্স ক্লাব, স্পোর্টস ক্লাব এবং টেলিকমিউনিকেশন ক্লাব। সবাই কর্তৃপক্ষের সহায়তায় নিজস্ব উদ্যোগে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের সামাজিক কার্যক্রম।

ক্লাব কার্যক্রম সম্পর্কে ১৭টি ক্লাব নিয়ে গঠিত স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ারের অ্যাডভাইজার এবং ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ের বিভাগীয় প্রধান নাহিদ হাসান খান জানান, শুধু পাঠ্যপুস্তকে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। সামাজিক কিছু দায়বদ্ধতা আছে, সেগুলোও পূরণ করতে হবে। তা কেবল ক্লাব অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমেই পূরণ করা যায়। তাই এ ব্যাপারটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে মেধা যাচাই করার সুযোগ পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। মেধার উন্নয়ন হচ্ছে। বর্তমানে করপোরেট অফিসগুলোতে ক্লাব কার্যক্রমের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কিছু গুণ এই ক্লাব কার্যক্রমের মাধ্যমেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে বলে জানান তিনি।